বাংলার শিক্ষা ক্লাসরুম, ২০২২
জি ২৪ঘণ্টা
বিষয়-বাংলা
পাঠ- 'অভিষেক'- মাইকেল মধুসূদন দত্ত
তারিখ- ০৭-০২-২০২২

প্রশ্ন-১. 'কহ দাসে লঙ্কার কুশল'— কে কাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নটি করেছিলেন? কেন তিনি এমন প্রশ্ন করেছেন?

উত্তর —মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে গৃহীত 'অভিষেক' কাব্যাংশে লঙ্কাধিপতি রাবণের বীরপুত্র ইন্দ্রজিৎ তথা মেঘনাদ তাঁর ধাত্রীমাতা প্রভাষা রাক্ষসীর ছদ্মবেশে আসা লঙ্কার রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নটি করেছেন।

ইন্দ্রজিৎ যখন প্রমোদ-কাননে বিলাসে মত্ত, সেই সময়ে সেখানে ছদ্মবেশী লঙ্কাপুরধাত্রীর আগমন ঘটে। ধাত্রীমাতাকে দেখে ইন্দ্রজিৎ তাঁর স্বর্ণসিংহাসন থেকে নেমে আসেন। ধাত্রীমাতাকে প্রণাম করে তিনি তাঁর সেখানে আগমনের কারণ জানতে চান এবং তখনই লঙ্কার কুশল সংবাদ বিষয়ে আলোচ্য প্রশ্নটি করেন।

প্রশ্ন-২. 'তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে যূথনাথ'— বক্তা কে? তাঁর মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

উত্তর- উল্লিখিত মন্তব্যটির বক্তা ইন্দ্রজিৎ-পত্নী প্রমীলা। রামায়ণে তার উল্লেখ নেই। প্রমীলা নামটি কবি কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব থেকে গ্রহণ করেছেন। কাব্যের তৃতীয় সর্গে তাঁকে মহাশক্তি-অংশে জাত এবং কালনেমি নামক দৈত্যের কন্যা বলা হয়েছে।

ছদ্মবেশী রাজলক্ষ্মীর কাছে প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ যখন যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ নিয়েছেন, সেইসময় তাঁর স্ত্রী প্রমীলা সেখানে আসেন এবং তাঁর প্রতি নির্ভরতা প্রকাশ করে আবেদন জানান যে তাঁকে একলা ফেলে ইন্দ্রজিৎ যেন যুদ্ধে না যান। ইন্দ্রজিতের বিরহে তাঁর পক্ষে যে বেঁচে থাকা অসম্ভব সেকথাও তিনি বলেন। প্রকৃতিজগৎ থেকে গৃহীত একটি উপমার সাহায্যে তিনি ইন্দ্রজিতের আচরণের অনৌচিত্য বোঝাতে তৎপর হয়ে ওঠেন— গভীর অরণ্যে লতা যদি হাতির পা-কে বেষ্টন করে, হাতি সেই লতাকে গুরুত্ব না দিলেও পা থেকে ফেলেও দেয় না। এই উপমার উল্লেখ করে প্রমীলা ইন্দ্রজিতের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে সমস্ত গুণসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্রজিৎ কীভাবে প্রমীলাকে ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পারেন!

প্রশ্ন- ৩. 'কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিল জলধি'— যে পরিপ্রেক্ষিতে কবি একথা বলেছেন নিজের ভাষায় লেখো।

উত্তর- মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে গৃহীত 'অভিষেক' কাব্যাংশ থেকে উদ্ধৃতিটি গৃহীত।

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রার পথে তাঁর স্ত্রী প্রমীলা ইন্দ্রজিতের গতি রোধ করলে ইন্দ্রজিৎ প্রমীলাকে বুঝিয়ে যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করেন। আকাশপথে প্রবল শব্দ করে তাঁর রথ উঠতে থাকে, যেন মৈনাক পর্বত স্বর্ণপাখা বিস্তার করে আকাশকে উজ্জ্বল করে উড়ে চলে তার আত্মগোপনের সময়ে। ইন্দ্রজিৎ প্রচণ্ড ক্রোধে ধনুকের ছিলায় টান দেন, ধনুকের টংকার ধ্বনি শ্রুত হয়। সেই শব্দ এতটাই তীব্র যে মনে হয় পক্ষীন্দ্র অর্থাৎ গরুড়পাখি যেন মেঘের মধ্যে প্রবল শব্দ করছে। কালান্তক এই যুদ্ধের প্রচণ্ড আয়োজনে লঙ্কাপুরী এবং তাকে বেষ্টন করে থাকা সমুদ্র যেন কেঁপে উঠে।

প্রশ্ন- ৪. 'ঘুচাব এ অপবাদ বধি রিপুকুলে'— বক্তা কে? তিনি কোন অপবাদের কথা বলেছেন? সেই অপবাদ ঘোচানোর জন্য তিনি কী করেছিলেন?

উত্তর- মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে গৃহীত 'অভিষেক' কাব্যাংশে আলোচ্য উদ্ধৃতিটির বক্তা লঙ্কাধিপতি রাবণের বীরপুত্র ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং।

ধাত্রীমাতা প্রভাষা রাক্ষসীর ছদ্মবেশে এসে লঙকার রাজলক্ষ্মী ইন্দ্রজিতকে যখন তাঁর ভ্রাতা বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ জানান, সেই সময় ইন্দ্রজিৎ প্রমোদকাননে বিলাসমত্ত ছিলেন। সেকারণেই ইন্দ্রজিতের মনে হয়েছে যে লঙ্কাপুরী যখন শত্রুসৈন্য বেষ্টন করে রেখেছে, সেই সময় তিনি রমণী সান্নিধ্যে বিলাসমত্ত রয়েছেন। এই ঘটনা লঙ্কার বীরত্বের ইতিহাসে 'অপবাদ' রচনা করেছে।

ইন্দ্রজিৎ রাজলক্ষ্মীর কথা শুনে রাক্ষসকুলের মর্যাদা রাখার জন্য এবং বীরবাহু হত্যার প্রতিশোধ নিতে নিজেকে যুদ্ধযাত্রার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি নিজের ফুলের মালা ছিন্ন করে দূরে নিক্ষেপ করেন, হাতের স্বর্ণবলয় দূরে ফেলে ধিক্কার জানিয়ে ইন্দ্রজিৎ বলেন যে লঙ্কার বিপন্নতার কালে তাঁর বিলাসসজ্জা বেমানান। যুদ্ধযাত্রার জন্য অতি দ্রুত তিনি রথ নিয়ে আসতে বলেন। এইভাবেই লঙ্কার 'অপবাদ' কলঙ্ক ঘোচানোর জন্য প্রস্তুতি নেন রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ, যার মধ্যে দিয়ে তাঁর বীরভাবের উদ্বোধন ঘটে।